Scanned with CamScanner

১.৬. মার্কিন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Salient Features of the Constitution of the United States)

প্রত্যেক দেশের সংবিধানেরই কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সংবিধানের সামগ্রিক পরিচয় নিহিত থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকেই দেশের শাসনব্যবস্থার মূল চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। আবার বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ অন্যান্য দেশের সংবিধানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করলে এর সঠিক স্বরূপটি বোঝা যাবে। মার্কিন সংবিধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty) : জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি মার্কিন সংবিধানের উল্লেখযোগ্য প্রথম বৈশিষ্ট্য। মার্কিন সংবিধান শুরু হয়েছে 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ' (We, the people of the United States) এই কথাগুলির দ্বারা। সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই রকম উল্লেখ গণ-সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিচায়ক। লর্ড ব্রাইসের মতানুসারে মার্কিন সংবিধানে উল্লিখিত জনগণের সার্বভৌমত্বই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র স্বরূপ। প্রস্তাবনা থেকেই প্রতিপন্ন হয় যে, মার্কিন সংবিধানের উৎস এবং আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি হল সেই দেশের জনসাধারণ। বস্তুতপক্ষে সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণে

Scanned with CamScanner

সার্বভৌমত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে ম্যাডিসন-এর মতানুসারে মার্কিন শাসনতন্ত্রে গণ সার্বভৌমত্বের এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে সমাদর লাভ করে। মার্কিন সংবিধানের গণ-সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি প্রসঙ্গে টক্‌ভিলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে, মূর্তি-পূজারীর কাছে বিগ্রহের স্থান যে রকম, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্থানও সেই রকম।

জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি

বস্তুতপক্ষে ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় ন্যায়নীতি ও অন্যান্য মৌলিক আদর্শের সঙ্গে গণ-সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছিল, তা উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সার্বভৌমত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে ম্যাডিসন-এর মতানুসারে মার্কিন শাসনতন্ত্রে গণ সার্বভৌমত্বের এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে সমাদর লাভ করে। মার্কিন সংবিধানের গণ-সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি প্রসঙ্গে টক্‌ভিলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতানুসারে, মূর্তি-পূজারীর কাছে বিগ্রহের স্থান যে রকম, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্থানও সেই রকম। বস্তুতপক্ষে ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় ন্যায়নীতি ও অন্যান্য মৌলিক আদর্শের সঙ্গে গণ-সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছিল, তা উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষিত জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার ব্যাপারে সমালোচনার সুযোগ আছে। অধ্যাপক বিয়ার্ড (Charles Beard) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে জনগণ সংবিধানের উৎস নয়; প্রকৃতপক্ষে সংবিধানে তার রচয়িতাদের ধ্যান-ধারণাই প্রতিফলিত হয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ১৭৮৭ সালের ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সাধারণ মানুষের কোন প্রতিনিধি ছিল না। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে কমপক্ষে সরকারী ঋণপত্রের মালিক ৪০ জন, জমির ব্যবসায়ী ১৫ জন, জাহাজ উৎপাদন ও বণিক শ্রেণীভুক্ত ১১ জন এবং সুদখোর মহাজন ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনেকের মতে মার্কিন সংবিধানে তার প্রকৃত প্রণেতাদেরই আর্থিক স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেছে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংবিধানে স্থান পায়নি। সম্মেলনের আলোচনায় নিগ্রো সম্প্রদায়ের বা সাধারণ মানুষের কোন প্রতিনিধি ছিল না। সংবিধান অনুমোদনের ব্যাপারেও সাধারণ মানুষ জড়িত ছিল না। সুতরাং এই সংবিধানকে জনগণের সার্বভৌমত্বের অভিব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করা যায় না।

সমালোচনা

(২) লিখিত সংবিধান (Written Constitution) ঃ মার্কিন সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সংবিধান। এ হল লিখিত সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মার্কিন সংবিধানই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে পরিচিত। এই সংবিধানে দেশের শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহ লিখিতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। যে-কোন দেশের লিখিত সংবিধান একটি নির্দিষ্ট সংস্থার দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং গৃহীত হয়। এই সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন সংবিধান ফিলাডেলফিয়ার সাংবিধানিক সম্মেলনে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে। এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে এবং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগের পরিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেশের শাসনব্যবস্থা সংবিধানের লিখিত মৌলিক বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়।

প্রাচীনতম লিখিত সংবিধান

তবে মার্কিন সংবিধানের প্রায় দু'শ বছরের ক্রমবিবর্তনের ধারায় অনেক অলিখিত বিধানও শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এই সমস্ত সাংবিধানিক প্রথা ও রীতিনীতির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন সংবিধানের অলিখিত বা প্রথাগত ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রভাব, প্রকৃতি বিচারে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে যে-কোন দেশের লিখিত সংবিধানে কালের গতিতে কিছু কিছু অলিখিত ব্যবস্থা বা প্রথাগত বিধানের স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয়। এগুলি সংবিধানের গতিশীলতা বজায় রাখে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে। মার্কিন সংবিধানও তার ব্যতিক্রম নয়।

অলিখিত অংশও আছে

(৩) সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution) ঃ ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রচিত ও গৃহীত মার্কিন সংবিধানেই সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হয়। এর আগে সংবিধানে প্রস্তাবনা সংযোজনের কোন নজির নেই। মার্কিন সংবিধানের পর

Scanned with CamScanner

অলিখিত অংশও আছে

ও প্রভাব, প্রকৃতি বিচারে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে যে-কোন দেশের লিখিত সংবিধানে কালের গতিতে কিছু কিছু অলিখিত ব্যবস্থা বা প্রথাগত বিধানের স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয়। এগুলি সংবিধানের গতিশীলতা বজায় রাখে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে। মার্কিন সংবিধানও তার ব্যতিক্রম নয়।

(৩) সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution) ঃ ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রচিত ও গৃহীত মার্কিন সংবিধানেই সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হয়। এর আগে সংবিধানে প্রস্তাবনা সংযোজনের কোন নজির নেই। মার্কিন সংবিধানের পর

Scanned with CamScanner

থেকেই বিভিন্ন দেশের লিখিত সংবিধানের শুরুতেই একটি প্রস্তাবনা সংযোজন বর্তমানে একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধানই হল পথপ্রদর্শক। মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ঃ "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ একটি অধিকতর সার্থক রাজ্যসংঘ গঠন; ন্যায় বিচার, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব-সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি, আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এবং স্বাধীনতার আশীর্বাদ লাভ করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করছি।" প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সংবিধানের উৎস হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। মার্কিন জনগণের অনুমোদনক্রমে এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছে। ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় যে সমস্ত মৌলিক নীতি ও আদর্শের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলিকে প্রস্তাবনায় গুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন সংবিধানের প্রস্তাবনা

তবে সমালোচকদের মতানুসারে মার্কিন সংবিধানের উৎস হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কথা বলা যায় না। মার্কিন জনগণ এই সংবিধান রচনা বা গ্রহণ করেনি। মার্কিন জনসাধারণের সকল অংশের প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। প্রধানত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরাই সাংবিধানিক সম্মেলনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছেন। তার ফলে এই শ্রেণীর স্বার্থই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Form of Government) ঃ মার্কিন সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতিই হল এই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মার্কিন সংবিধানই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এবং তার প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কর্তৃত্ব, দ্বৈত নাগরিকতা—মূলত এই চারটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়। মার্কিন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ যথাযথভাবে উপস্থিত। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাই অধ্যাপক স্ট্রং-এর অভিমত অনুসারে "মার্কিন সংবিধানই হল পৃথিবীর সকল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়" ("The Constitution of the United States is the most completely federal constitution in the world.")।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নানা কারণে এককেন্দ্রিকতার প্রবল প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মার্কিন শাসনব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজ্য সরকারগুলির তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এককেন্দ্রিকতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের আশঙ্কা, আর্থিক সংকট, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, আদালতের অনুকূল ভূমিকা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা

(৫) সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সংবিধানের প্রাধান্যের কথা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের ৬ ধারায় সংবিধান 'দেশের সর্বোচ্চ আইন' ('the supreme law of the land') হিসাবে ঘোষিত হয়েছে (Art. VI, Sec. 2)। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং উভয় সরকারের সংস্থাসমূহ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সংবিধানের অধীন। সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। মার্কিন সংবিধানই হল দেশের প্রধান ও চরম আইন। এই সংবিধানই হল যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। সংবিধান-স্বীকৃত এক্তিয়ারের মধ্যেই প্রত্যেক

মার্কিন সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন

Scanned with CamScanner

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে সংবিধানের প্রাধান্যের কথা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের ৬ ধারায় সংবিধান 'দেশের সর্বোচ্চ আইন' ('the supreme law of the land') হিসাবে ঘোষিত হয়েছে (Art. VI, Sec. 2)। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং উভয় সরকারের সংস্থাসমূহ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সংবিধানের অধীন। সংবিধান-বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। মার্কিন সংবিধানই হল দেশের প্রধান ও চরম আইন। এই সংবিধানই হল যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। সংবিধান-স্বীকৃত এক্তিয়ারের মধ্যেই প্রত্যেক

মার্কিন সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন

Scanned with CamScanner

সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সমেত সমগ্র মার্কিন শাসন-বিভাগ, কংগ্রেস, সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি মার্কিন রাষ্ট্রীয় সংস্থার সকল অঙ্গকে সংবিধান-নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করতে হয়। মার্কিন সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ তথা মৌলিক আইন।

(৬) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Rigid Constitution) : দুষ্পরিবর্তনীয়তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের একটি অন্যতম শর্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শুধু লিখিতই নয়, বিশেষভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়ও বটে। সংশোধন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। যে সংবিধান সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় সংবিধান বলে। অপর দিকে যে সংবিধান সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না, তার জন্য এক বিশেষ জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বা জটিল সংবিধান বলে। মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অতিমাত্রায় জটিল। সংবিধানের ৫ ধারা অনুসারে, সংবিধান সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়াও অঙ্গরাজ্যগুলির অন্তত তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন দরকার হয়। সংশোধন পদ্ধতির এই জটিলতার কারণে প্রায় দু'শ বছরের ইতিহাসে মার্কিন সংবিধান মাত্র ২৭ বার পরিবর্তিত হয়েছে। সংবিধান সম্পর্কিত বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতিদের যোগ্য নেতৃত্ব, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রভৃতির ফলে সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। সংবিধানের 'অনুমিত ক্ষমতা' (Implied Powers) ও তার সম্প্রসারণ শাসনব্যবস্থার ফাঁকগুলো পূরণের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তাই মুনরোর মতে মার্কিন শাসনতন্ত্র "স্থিতিশীল নয় গতিশীল, নিউটোনিয়ান নয় ডারউনিয়ান" ("The American Constitution is not static but dynamic, Darwinian not Newtonian affair")।

(৭) সংক্ষিপ্ত সংবিধান (Precise Constitution) : বর্তমান কালের সংবিধানসমূহের মধ্যে মার্কিন সংবিধান সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারের। মার্কিন সংবিধানে কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলিরই উল্লেখ আছে, কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির নিজ নিজ আলাদা সংবিধান থাকার জন্য মার্কিন সংবিধানের আয়তন বৃদ্ধি পায়নি। শুরুতে (১৭৮৭ সালে) মার্কিন সংবিধান আরও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ছিল। সংবিধানটির আয়তন মুদ্রিত অবস্থায় ১০-১২ পৃষ্ঠার বেশী ছিল না। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত মূল সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনাসহ মাত্র ৭টি ধারা ছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সংশোধনের ফলে এর আকার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন সংবিধানের শব্দসংখ্যা এখনও ছ'হাজার অতিক্রম করেনি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত অবস্থায় ১৫-১৬-র বেশী হবে না।

সংবিধানের সংক্ষিপ্ত আকার

(৮) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Powers) : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মার্কিন সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মার্কিন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বৈরাচারের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। ম্যাডিসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে 'স্বৈরাচারের সংজ্ঞা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ম্যাডিসন, হ্যামিলটন প্রমুখ নেতৃত্বের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের ত্রিবিধ ক্ষমতা—আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—তিনটি আলাদা বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কংগ্রেসের হাতে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে শাসন ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রপতির হাতে এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচার ক্ষমতা আছে বিচার-বিভাগের হাতে। এই তিনটি বিভাগ

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ

Scanned with CamScanner

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ

উল্লেখ করেছেন। ম্যাডিসন, হ্যামিলটন প্রমুখ নেতৃত্বের একান্তিক প্রচেষ্টায় মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের ত্রিবিধ ক্ষমতা—আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—তিনটি আলাদা বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কংগ্রেসের হাতে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে শাসন ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রপতির হাতে এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচার ক্ষমতা আছে বিচার-বিভাগের হাতে। এই তিনটি বিভাগ

Scanned with CamScanner

স্বতন্ত্রভাবে তাদের বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পাদন করে। কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মার্কিন সংবিধানের রচয়িতাদের উপর লক্, মন্টেস্কু, ব্ল্যাকস্টোন প্রমুখ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তাদের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হয়। মার্কিন শাসনব্যবস্থাকে তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপযুক্ত উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) বলেছেন : "The Constitution of the United States is usually quoted as the leading example of a constitution embodying the doctrine of the separations of powers."

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতা সম্পন্ন নয় এবং এক বিভাগ অপর বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও নয়। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের বহু নজির আছে। রাষ্ট্রপতি 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে কংগ্রেস প্রণীত আইনকে বাতিল করতে পারেন। আবার রাষ্ট্রপতির নিয়োগ এবং সন্ধি ও চুক্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষ। শাসন-বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। আবার রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করার ক্ষমতা বিচারপতিদের আছে। সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। বস্তুতপক্ষে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেনি

(৯) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Principle of Checks and Balances) : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সঙ্গে আর একটি নীতির প্রয়োগ মার্কিন সংবিধানে দেখা যায়। এই নীতিটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of Checks and Balances)। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কোন বিভাগ যাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অপর দুই বিভাগকে দেওয়া হয়। পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভাগসমূহের মধ্যে এবং শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্য আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি এককভাবে কোন বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না; রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস প্রণীত আইনে ভিটো প্রয়োগ বা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন; কংগ্রেস প্রণীত আইন সংবিধান-বিরোধী বা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী হলে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে; সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন; আবার ইমপিচ্‌মেন্ট (impeachment)-এর মাধ্যমে কংগ্রেস তাঁদের পদচ্যুত করতে পারে; কার্যকালের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেস পদচ্যুত করতে পারে; রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। তবে সংবিধানসংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাগে না। আবার মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকেও তার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও কংগ্রেসের উপর নির্ভর করতে হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্ট এবং সমগ্র বিচার-বিভাগের কাঠামো ও ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এইভাবে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির বহু নজির আছে। তবে তত্ত্বগত বিচারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক, এই নীতির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ সরকারের ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অগ্-এর মতানুসারে, জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের সমন্বয় সাধনের থেকে অপর কোন অভিনব বৈশিষ্ট্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রয়োগ

(১০) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা (Presidential Form of Government) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি

Scanned with CamScanner

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির বহু নজির আছে। তবে তত্ত্বগত বিচারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক, এই নীতির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ সরকারের ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অগ্-এর মতানুসারে, জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের সমন্বয় সাধনের থেকে অপর কোন অভিনব বৈশিষ্ট্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

(১০) রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা (Presidential Form of Government) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি

Scanned with CamScanner

আইনগত এবং বাস্তব উভয় বিচারেই সরকারের শাসন-বিভাগীয় প্রধান ও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ২ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির হাতে মার্কিন শাসন-বিভাগের যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট আছে বটে, কিন্তু তার প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই নেই। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারীমাত্র। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির একক শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল নন। কেবল সংবিধান লঙ্ঘন, দুর্নীতি, দেশদ্রোহিতা বা অক্ষমতার অভিযোগ ছাড়া তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(১১) মার্কিন ক্যাবিনেট ব্যবস্থা (Cabinet System) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ব্রিটেনের মত একটি ক্যাবিনেট আছে। তবে মার্কিন ক্যাবিনেটের প্রকৃত কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র। তাঁরা কংগ্রেসের সদস্য নন এবং কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীলও নন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিযুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁদের বরখাস্তও করতে পারেন।

(১২) প্রজাতান্ত্রিক প্রকৃতি (Republican Character) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রজাতান্ত্রিক। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রতি চার বছরের জন্য একটি নির্বাচন সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের দুটি কক্ষ সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যগণও নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে যথাক্রমে ছ'বছর ও দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারও প্রজাতান্ত্রিক। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কতকগুলি অঙ্গরাজ্যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব এখনও পরিলক্ষিত হয়।

সরকারের প্রতিনিধিমূলক চরিত্র

(১৩) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) : নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ করার রীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেই সর্বপ্রথম চালু হয়। মার্কিন সংবিধানেই সর্বপ্রথম নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিখিতভাবে স্বীকার করা হয়েছে। তবে মূল সংবিধান চালু হওয়ার সময় তাতে মৌলিক অধিকার ছিল না। এই কারণে অনেকগুলি অঙ্গরাজ্য তা অনুমোদন করেনি। তাই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই ১৭৯১ সালের প্রথম দশটি সংশোধনের মাধ্যমে (Article I-X Amendments, 1791) মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্কিন নাগরিকদের এই সমস্ত অধিকারকে 'অধিকারের সনদ' (Bill of Rights) বলা হয়। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অভিযুক্ত হলে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতিতে (due process of law) বিচার পাওয়ার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রভৃতি মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অধিকারের ঘোষণা

(১৪) উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন (Liberal Political Philosophy) : মার্কিন শাসনব্যবস্থায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যথা— রাজনৈতিক সাম্য, বহুদলীয় ব্যবস্থা, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রাধান্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত দেখা যায়। মার্কিন সংবিধানের রচয়িতাগণ এক্ষেত্রে জন লক্, টমাস পেইন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র

(১৫) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সহাবস্থান (Direct and Indirect Democracy) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এক-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যে

Scanned with CamScanner

(১৪) উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন (Liberal Political Philosophy) : মার্কিন শাসনব্যবস্থায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যথা— রাজনৈতিক সাম্য, বহুদলীয় ব্যবস্থা, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রাধান্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত দেখা যায়। মার্কিন সংবিধানের রচয়িতাগণ এক্ষেত্রে জন লক্, টমাস পেইন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র

(১৫) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সহাবস্থান (Direct and Indirect Democracy) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এক-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যে

Scanned with CamScanner

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও বর্তমান। এই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের নাগরিকগণ 'গণ-উদ্যোগ'-এর মাধ্যমে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেন এবং 'গণ ভোট'-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন আইন প্রণয়ন করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র

(১৬) সীমাবদ্ধ সরকার (Limited Government) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধান রচয়িতারা সীমাবদ্ধ সরকারের ধারণাকে স্বীকার করেছেন। ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতাকে নির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আবার অধিকারের সনদের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। মার্ক্সবাদী সমালোচকদের মতানুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ বিকাশকে সুনিশ্চিত করার জন্য সীমাবদ্ধ সরকারের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে উপাদানের-উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিরবচ্ছিন্ন প্রসারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে রদ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধ সরকারের ঘোষণা

(১৭) সরকারী চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারা (The Spoil System) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে রাষ্ট্রপতির দলের সমর্থকগণকেই নিযুক্ত করা হয়। আগের রাষ্ট্রপতির আমলের ঐ সমস্ত পদাধিকারীদের নবাগতদের জন্য পদত্যাগ করতে হয়। সরকারী ক্ষেত্রে চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থাকে 'Spoil System' বলা হয়। সরকারী চাকরি ছাড়াও 'কনট্রাক্ট' দেওয়া, কর প্রদানে ছাড় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও স্পয়েল ব্যবস্থা প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে দলীয় স্বার্থে সরকার পরিচালিত হয়। তবে বর্তমানে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হয়েছে। ১৮৮৩ সালে Pendleton Act প্রণীত হওয়ার পর এখন নির্বাচনমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সরকারী চাকরির শতকরা ৮০ ভাগের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, এখনও শতকরা ২০ ভাগ সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে স্পয়েল ব্যবস্থা কার্যকরী হতে দেখা যায়।

(১৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রাধান্য (Supremacy of Federal Judiciary) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। শাসন-বিভাগের কোন নির্দেশ বা আইন-বিভাগের কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানসম্মত না হলে বিচার-বিভাগ তা 'বিচার-বিভাগীয় পুনরীক্ষণ' (Judicial review)-এর মাধ্যমে অসাংবিধানিকতার দায়ে বা অসঙ্গত এই অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংবিধানের কোন বিষয় সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দিলে সুপ্রীম কোর্টই তার ব্যাখ্যা করে এবং সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত আছে। মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক এবং সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য অনেকে একে 'আইনসভার তৃতীয় কক্ষ' হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। রুজভেল্ট বলেছেন : "The Judiciary is coming more and more to constitute a scattered, loosely organised and slowly operating third house of the national legislature." সুপ্রীম কোর্ট তার এই

বিচার-বিভাগের প্রাধান্য

Scanned with CamScanner

and slowly operating third house of the national legislature.'' সুপ্রীম কোর্ট তার এই

Scanned with CamScanner

ভূমিকার সুবাদে নিজেকে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিচার-বিভাগের অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য সম্পর্কে বিচারপতি হিউজেসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায় ''We are under the Constitution, but the Constitution is what the judges say it is.''

(১৯) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা (Bi-cameral Central Legislature) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা দু'টি কক্ষ নিয়ে গঠিত। এর উচ্চকক্ষের নাম সিনেট (Senate) এবং নিম্নকক্ষের নাম প্রতিনিধিসভা (House of Representatives)। উচ্চকক্ষ সিনেট প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির সমতার নীতি স্বীকৃত হয়েছে। এই সিনেট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে পরিচিত।

(২০) দ্বৈত-নাগরিকতা (Dual Citizenship) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম রীতি অনুসারে দ্বৈত নাগরিকতার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই একই সঙ্গে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং নিজ অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। তবে এই দ্বৈত নাগরিকতার মধ্যে কোন স্ববিরোধ নেই। বর্তমান দুনিয়ায় মার্কিন জাতি একটি শক্তিশালী ও সুসংহত জাতি হিসাবে পরিচিত।

(২১) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-party system) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দল-ব্যবস্থা ব্রিটেনের ন্যায় দ্বি-দলীয়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল হল ঃ (১) গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) এবং (২) সাধারণতন্ত্রী দল (Republican Party)। এই দু'টি প্রধান দলের মধ্যে আদর্শ ও কার্যসূচিগত গুরুত্বপূর্ণ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাই অ্যালমণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে 'অস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' বলার পক্ষপাতী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ডের দলীয় ব্যবস্থার মত গণভিত্তিক দলের অস্তিত্ব, দলীয় শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস প্রভৃতি দেখা যায় না।

(২২) উপাধি নিষিদ্ধকরণ (Prohibition on Distribution of Titles) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল রকম উপাধি প্রদান ও গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে [(Art. 1. Sec 9(8)]। বলা হয়ে থাকে যে, মার্কিন নাগরিকদের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

২.২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Significant Features of the U S Federal System)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে। কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার্কিন ব্যবস্থাকে মডেল হিসাবে অনুসরণ করেছে। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়-দায়িত্ব, রাজ্যসরকারগুলির দায়-দায়িত্ব, যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্তি, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার বিশেষত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(ক) রাজ্যসরকারগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব (Responsibility of the Central Government towards the State Governments) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ৪(৪) ধারায় অঙ্গরাজ্যের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের দায়িত্বের বিষয়ে উল্লেখ আছে। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানকে স্বীকৃতি দেওয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব বিশেষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্যবাধকতা

অঙ্গরাজ্যগুলির সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের অস্তিত্ব অটুট রাখাও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। বহিরাক্রমণের হাত থেকে অঙ্গরাজ্যগুলির নিরাপত্তা বিধান এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হিংসাত্মক গোলযোগের ক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আছে। আবার মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিতকরণ এবং রাজ্যগুলির ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা সংরক্ষণের ব্যাপারেও জাতীয় সরকারকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে অঙ্গরাজ্যগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে।

(খ) অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার অস্বীকৃত (Absence of Right to Secession) : যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে মতানৈক্য বর্তমান। তবে এই অধিকারকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনস্বীকৃত আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয় না। অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকার করা হয় নি।

(গ) অঙ্গরাজ্যগুলি বাধ্যবাধকতা (Obligations of the States) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলিকে কিছু শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে মার্কিন সংবিধানে ১(১০) ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন অঙ্গরাজ্য কোন

রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতা

রাষ্ট্রসমবায় বা জোটে যোগ দিতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে না। মার্কিন সংবিধানের বিরোধী কোন বিষয় অঙ্গরাজ্যের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তা ছাড়া অঙ্গরাজ্যের সংবিধান অবশ্যই সাধারণতান্ত্রিক হবে। কোন অঙ্গরাজ্য অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপন করতে পারে না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপরও কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

(ঘ) নতুন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি (Incorporation of New States) : মার্কিন সংবিধানের ৪(৩) ধারা অনুসারে কোন নতুন রাজ্যকে কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। নতুন অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অন্তর্ভুক্তির জন্য কংগ্রেসের কাছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে আবেদন করতে হয়। কংগ্রেস আবেদন গ্রহণ করলে আইন করে আবেদনকারী রাজ্যের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান এবং সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি

Scanned with CamScanner

প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই সংবিধান গ্রহণ করলে তা পর্যালোচনার জন্য কংগ্রেসের কাছে পেশ করতে হয়। এই সংবিধানকে কংগ্রেস পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে। মার্কিন কংগ্রেসের শর্তগুলি মেনে নিলে নতুন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। নতুন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কংগ্রেসের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তবে মার্কিন কংগ্রেসের এই ক্ষমতা অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া দুই বা ততোধিক রাজ্য বা তাদের অংশকে নিয়ে কোন নতুন রাজ্য গঠন করা যায় না। অন্য অঙ্গরাজ্যের সীমার মধ্যে কোন নতুন রাজ্য গঠন করা যায় না। তবে কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যের কিছু অঞ্চলকে নিয়ে নতুন রাজ্য সৃষ্টি করেছে। ১৭৭১ সালে ভারমন্ট রাজ্য গঠিত হয়েছে নিউ ইয়র্কের কিছু অঞ্চলকে নিয়ে। ১৭৭৬ সালে কেনটাকি অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়েছে উত্তর ক্যারোলিনার অংশকে নিয়ে। এইভাবে ১৮২০ সালে নিউ মেইন রাজ্য গঠিত হয়েছে ম্যাসাচুসেট্‌স অঙ্গরাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন কতকগুলি অঙ্গরাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজ্যগুলি হল টেক্‌সাস (১৮৪৫), ক্যালিফোর্নিয়া (১৮৫০), পশ্চিম ভার্জিনিয়া (১৮৬৩), আলাস্কা (১৯৫৮) এবং হাওয়াই (১৯৫৯)।

নতুন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা

(ঙ) ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন (Centralization of Powers) : বিশ্বের প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট। এখানে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারণের গতি দ্রুত এবং সর্বব্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার এই ব্যাপক কেন্দ্রীভবনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের অভিমত হল, মার্কিন শাসনব্যবস্থার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিকতার পথে এগোচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে মদত যুগিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট, একচেটিয়া পুঁজির প্রসার, যোগাযোগ ও শিল্পব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা, বিচার-বিভাগের ভূমিকা প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীভবনের কারণে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যথার্থ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করতে রাজী হন না।

কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা

কিন্তু উপরিউক্ত ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধিকারের দাবি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ এক গভীর ঐতিহাসিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের সংঘাতকেও অস্বীকার করা যায় না। এখনও এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টিত আছে। তাই অ্যালেন পটারের অভিমত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও প্রকৃত অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর মতানুসারে এখানে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ঐক্য সাধন অসম্ভব। জাতীয় পর্যায়ে কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রিকতার পথে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থা ও আঞ্চলিকতা, দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলির আঞ্চলিক মনোভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পটারের সিদ্ধান্ত হল, বর্তমান শতাব্দীতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই একটি সাধারণ সত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর ব্যতিক্রম নয়। অগ ও রে-এর মতানুসারে জেফারসনের আমলের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখন অনেক বদলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে একটি অংশীদারী কারবারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে বড় অংশীদার বিত্ত-বৈভবে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু অন্য অংশীদাররাও সম্পদশালী হয়েছে। ছোট অংশীদাররা যে যার নিজের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সক্রিয়।

এককেন্দ্রিকতার সমালোচনা সর্বাংশে সত্য নয়

(চ) সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা (Role of the Supreme Court) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা বিশেষভাবে

Scanned with CamScanner

...সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা বিশেষভাবে

Scanned with CamScanner

কার্যকরী হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সম্প্রসারণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির পিছনে বিচারপতি জন মার্শালের নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত সর্বাধিক কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন মামলায় মার্কিন সংবিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচারপতি মার্শাল বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষা (Doctrine of Judicial Review) ও অনুমিত ক্ষমতা (Doctrine of Implied Power)-র তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষা এবং অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্বের অবদান প্রত্যক্ষ এবং উল্লেখযোগ্য। অগ ও রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পক্ষে মার্কিন সংবিধান ব্যাখ্যার অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। বিচারপতি মার্শাল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন **ম্যাক্লুচ** বনাম **মেরিল্যাণ্ড** (১৮১৯) মামলায়। করউইন (Adward Corwin)-এর মতানুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গ হিসাবে মার্শাল বিচার-বিভাগকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। অনেকের মতে তা ছিল এক দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সমকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা বৈপরীত্যমূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলার পক্ষপাতী। দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় তত্ত্ব 'নিউ ডিল' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তত্ত্বের অবসান ঘটে। মার্কিন কংগ্রেসের বাণিজ্যিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপর শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে সুপ্রীম কোর্ট মেনে নেয় নি [**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** বনাম ডার্বি (১৯৪১)]

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ৩

শাসন-বিভাগ

[The Executive]

// ১ ভূমিকা ২ মার্কিন রাষ্ট্রপতি : রাষ্ট্রপতির নির্বাচন : রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা :